প্রথম প্রকাশ :
২০শে মার্চ, ১৯৮০

প্রকাশক :
গৌর সাহা
হরেকৃষ্ণ কোঙার মেমোরিয়াল অ্যাগরেরিয়ান রিসার্চ সেন্টার
৩৬-এ, হরেকৃষ্ণ কোঙার রোড
কলিকাতা-৭০০০১৪

মুদ্রক :
সমীর দাসগুপ্ত
গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লি.,
৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১৬

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় পিতা ৺ হরিপদ নন্দী

এবং

পরম স্নেহময়ী মাতা ৺ পটেশ্বরী নন্দী-র

চরণপদ্মে

সূচীপত্র

এখন

ভিজে বিকেল ও সাদা মেঘ

বর্ষার ভিজে বিকেল
ধাপে ধাপে নেমে আসে
থরে থরে সাজানো মেঘের
কান্নাঝরা সবুজ বেদনায় ;
মেঘেরা একপাল—সাদা ভেড়ার দৌড় খেলা
অন্যদল, ডানা মেলে উড়ে যাওয়া
একদল বুনোহাসের আনন্দ মিছিল ;
কখনও উপর কখনও নীচে—
উপর নীচে আনন্দের রূপ বদল
অসম্পূর্ণ কবিতার অনাগত শব্দের গোধূলি বাসরে ;
কখনও প্রেমাশ্রু ঝরে পড়ে সবুজ কামনায়
নিঃসঙ্গ পৃথিবীর উলঙ্গ জঙ্গলে ;
ভিজে বিকেল গোধূলির রামধনু তূণে
ভেড়া ও হাসের স্বপ্ন কাঁধে নিয়ে
ধাপে ধাপে নেমে যায় দিগন্তের
একরাশ জলে ডোবা প্রশ্নের ভীড়ে।

যখন ট্রাক ধর্মঘট

বাজারে গেলাম—পড়ে আছে
ক্ষুধার্ত চাষীদের হতাশার যোগান,
সেটাই সস্তা—আর সব দুমূর্ল্য
—আজ ট্রাক ধর্মঘট ;
গেলাম সোনাগাছি—রাশি রাশি
পুরাতন, নতুন ঘৃণার আয়নায়
অন্ধকারে পচাগলা কান্নার রং,
প্রহরের ভাঁজে ভাঁজে স্মৃতির ধূসর অবজ্ঞা,
অজান্তে মা হওয়ার ঘৃণার সংলাপ—
জলের দামে অনেক যোগান !
বাকী সব দুমূর্ল্য, এখন ট্রাক ধর্মঘট।

কবির পরবর্তী বই প্রকাশ্য / যন্ত্রস্থ :
* প্রেমের কবিতার বই—তুমি আমার পূর্ণ স্বরলিপি
* ছড়ার বই—চিৎ পটাং
* গল্পের বই—সেদিন সন্ধ্যা সাতটা

তখন

এইখানে সাগরতীরে

এইখানে দাঁড়াও, দু'চোখে ভরে নাও বিশ্বের রূপ—
পিপাসা মেটাও, বুক ভরে নিঃশ্বাস নাও,
নাও টেনে সাগরের মুগ্ধ বাতাস,
দু'চোখ ভাসিয়ে দাও তরঙ্গের বুকে নিকষ নীলে ;
এইখানে সাগরতীরে
দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে পড় পূর্বাচলের প্রদীপ্ত পুরাণ,
কান পেতে শোন
আহ্নিকগতির আপ্ত প্রভাত সঙ্গীত ;
এইখানে দাঁড়িয়ে দেখ বিশ্বস্ত বর্তমান,
উত্তাল তরঙ্গে দোলে উত্থান পতন,
আবিষ্ট আকাশ হাসে মোহিনী আড়াল গাঢ় নীলে—
চুমা দেয় শুভ্রফেন বালুকা বেলায় ;
এইখানে অস্তাচলে মদির সাগর
টেনে নেয় ভবিষ্যতের ভীষণ-বিস্ময়
বিশ্বাসের অনন্ত নিঃশ্বাসে।

নকসিকাটা রাত্রি

নকসিকাটা রাত্রির নগ্ন অভিসার—
আকাশের বাসব-হস্ত আলো ঢেলে দেয়,
ঢেকে দেয় নীরব লজ্জার নিবিষ্ট ব্যঞ্জনা ;
শিশিরের আনন্দাশ্রু কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে
নেচে নেচে নেমে আসে ঝাপতালে
নিঃশব্দের নিপুণ ঝংকারে
স্বরবর্ণহীন উল্লাসের বর্ণমালায় ;
বিদেহী দিবসের গভীর অপেক্ষা
ডানা ভেঙে পড়ে আছে কুয়াশার গভীর ছায়ায় ;
সুন্দর নিরাপদ নয়—
মৃত্যুর হোমানল আনাচে কানাচে
নিশাচরী নিয়মের নীল বাসনায় ;
নকসিকাটা রাত্রি বীজরেণু আগলে রাখে
মিথুনের গভীর প্রহরায় নিমগ্ন নীরবে।

এখন

পার্থিব

দারিদ্রের পাহাড় চাপা বুক,
পথহীন মালভূমির অমসৃণ জীবন,
মরুভূমির তপ্ত দুপুরে দিশাহারা দীন যাযাবর,
অসহায় শ্রান্ত পথিক,
এই হ'ল ঠিকুজী কবির।
প্রথম বর্ষার ভেজা ক্ষেতের সোঁদা গন্ধে আশার খবর,
ছাত্রী পড়াতে হবে—মাসে চল্লিশ টাকা।
পাশে এল বই হাতে ছাত্রী উর্বশী শুক্লা ত্রয়োদশী।—
কজ্জল অঙ্কিত চক্ষু—শঙ্খের ছবি,
হাসির মুক্তা ধারায় পূর্ণিমার চাঁদ,
সলজ্জ উৎসুক স্থির চোখের তারায় আলোর দীপ্ত আভা,
ফ্রকের আন্দোলনে ঐশ্বর্যের বিপুল বিলাসিতা—
করিল প্রণাম।
অভূতপূর্ব দৃশ্যে স্থির চিত্ত কমল,
অজ্ঞাতে উঠিল হস্ত—করিলাম আশীর্বাদ।
কী নাম তোমার ?
জিজ্ঞাসা বেরিয়ে এল শিক্ষকের মুখে।
উর্বশী—
কুমারী কণ্ঠ বীণায় বিহ্বল বাতাস,
পোষাকের সুগন্ধে তৃপ্ত স্নিগ্ধ হ'ল মন।
সময়ের বালুচরে শিক্ষকতার পদচিহ্ন ছাপা হয়ে গেল
তারপর যুদ্ধের ডামাডোলে, ভূকম্পনে, বঙ্গের ঘূর্ণিঝড়ে
হারিয়ে গেল পঁয়ত্রিশ বছর—
সুখে-দুখে, আনন্দ-উৎসবে, হাসি-কান্নায়।
মুদ্রার উল্টোপিঠে ছবি অন্যরূপ।
কলকাতার নতুন পাড়ায় সুদৃশ্য বাড়ি গাড়ি—
বিলাসিতার বিপুল বাহার ;
সুন্দরী বিদুষী স্ত্রী পুত্র কন্যা
সংসার যেন পাঞ্জাবে পুষ্পায়িত রবিশস্য ক্ষেত।
বাতানুকুল চেম্বারে বিরাট টেবিলের পাশে তিনটে টেলিফোন,
বাঁধা সেথা বিপুলা ধরণী।
চৌরঙ্গীর পার্কিং প্লটে গাড়ি রাখলাম,

অজস্র মানুষের ভিড়—চলেছি এগিয়ে ;
থমকে গেলাম—
মহিলাকে চিনি যেন !
চোখ দু'টি আটকে গেল দেহের সমস্ত সত্তায় ।
কাছে গেলাম—চক্ষে চক্ষুরাখি স্থির অচঞ্চল
মন খোঁজে পরিচয় তার ।
সাদামাঠা ছাপা শাড়ি এলো বাতাসে,
হাতে শাঁখা নেই—নেই বালা চুড়ি পলা আংটির বাহার,
সিঁথিতে সিঁদুর নেই—যেন এক শ্রীহীন গেঁয়ো মেঠো পথ ;
চোখেতে জ্যোতির অভাব
অচঞ্চল সাগরে দু'টি নীল চক্ষুতারা ।
সসংকোচে শুধাল—আমায় চিনতে পারলেন !
বিস্ময়ে বিহ্বল আমি বলিলাম—তুমি উর্বশী !
ভালো আছ ?
এই ভুল প্রশ্নটুকু বিদায়ের বাণী হয়ে শূন্যে গেল মিশে,
বিষাদে বিমূঢ় ব্যক্তি বেদনায় বিদায় নিল,
বহুবছর পর দেখার বিস্ময়, আনন্দ বৃন্তচ্যুত হ'ল ।
অস্থির নয়নদু'টি উর্বশীর সত্তায় মিশে চলিল সম্মুখে ।
না, নেই, কিছু নেই সামনে আমার !
কোথায় গেল ভিড়, গাড়ির মিছিল, হর্ণের কর্কশধ্বনি পুলিশের হাত,
হ্যালোজেন আলোকের দিবসদীপ্তি ?
এই কী সেই বিদিশার নিশা !
গভীর অমানিশা সামনে আমার ;
তবু দেখি গোল-কালো-শূন্য চক্ষুতারা
সুদূরে মিলিয়ে যায়,
জেগে রয় প্রশ্নরাশি
সত্য কী শুধু শূন্যে ভরা !

ঝুল

অপঠিত কবিতারা হাতে হাত ধরে
টানিয়েছে সামিয়ানা দৈন্যের আঁধার বাসরে ;
পলেস্তরা খসা বিষণ্ণ দেওয়ালে
হতাশার রান্নাঘরে কৃষ্ণ রেখায়
লেখা আছে সংগ্রামের বিফল ইতিহাস ;
দিনের আলোয় মুখর অন্ধকার
ঝুলের অসংলগ্ন কৃষ্ণ ভাষায়
পাঠ করে কান্নার অশ্রু পুরাণ ;
মাকড়সারা লজ্জায় পলাতক—
হস্তান্তর করে গেছে ঝুলের পিতৃত্বের দাবী
গর্বগম্ভীর মানুষের কাছে—তাই
দৈন্য সভায় রোজ বসে ঝুলের ঝুলন উৎসব।

ভাগাড়

ভাগশেষের ভাবনাক্লিষ্ট একরাশ শূন্যতা
ঐকান্তিক নিষ্ঠায় বসে আছে গাদাগাদি
অনূঢ়া বাতাসের ভীষণ নিঃশব্দের
শুরুহীন শেষহীন ধ্যানস্থ কবিতায় ;
ব্রীহিহীন বিনম্র ব্যস্ততা ব্রাত্য ব্রীড়া
কঙ্কালের বৃন্দাবনে বাজায় বিষাদ বাঁশরী ;
উত্থান-পতন মত্ত মদির মাদলে
শেষের একতারা বাজায় বাউল আস্থায়ী ;
এইখানে নীল ছায়ায় নিমগ্ন নিষ্ঠায়
তৃণশাখে আলো দোলে আদিষ্ট আবেশে
মিলন বৃন্তে দোলে ভাগাড়-ভজন
ঊষার আহ্বান ছড়ায় আনন্দ আবির ;
ভাগাড় ভাগাড়েই থাকে
ভাগ্যের ভীরুতায়।

একরত্তি মেয়েটা

এক রত্তি মেয়েটা
ভীষণ বিস্ময়ের অনন্ত প্রশ্ন প্রতিমা,
ব্রহ্মাণ্ডের অসীম ভার কাঁধে তার স্থির প্রতিজ্ঞায় ;
সৃষ্টিসার অনুগর্ভ প্রশান্ত মুকুল—
ধ্যানস্থ শব্দব্রহ্ম সময়ের দিগন্ত রেখায় ;
অসবর্ণ আলোর মুগ্ধ মোহনার
নিরুদ্বেগ মিলন মুখরিত
একরত্তি মেয়েটার অব্যাখ্যাত হাসির প্রাঙ্গনে,
একরত্তি মেয়েটা স্রষ্টার চিদ্রূপ চিন্তনসার ;
গর্ভগৃহিণী জননী-জয়ন্তী
মূর্ত মূর্ছনায় মৌনমূল প্রশান্ত পীযূষ
একরত্তি মেয়েটা আমার হারানো মা ।

এবার উঠে পড়ি

এবার উঠে পড়ি—
চল যাই দেখে আসি কেন ঢাকা ঘন কুয়াশায়
বসন্তের এমন ঊষার রঙিন বাগান !
কেন বাঁশি বাজে বেসুরে গঙ্গার সাগর যাত্রায়,
হৃদয়ের মুক্তা কেন এমন ফ্যাকাসে,
মনের আকাশে এত ঘন কালো মেঘ কেন !
এখন তো অসময় ।
চল তাই—আর দেরী নয়,
একান্তে বসে পড়ি—ভাবি,
মুছে ফেলি নঞর্থক শব্দগুলোর প্রবল প্রতাপ
সুগন্ধি বিশেষণের বিদগ্ধ ব্যঞ্জনায় ;
মনের বিজ্ঞাপনে কদর্থক রংয়ের বিন্যাস
ভেঙে দিই নতুন ঊষার উষ্ণ অনুপ্রাসে ;
সাজাই এ দেশ আবার নতুন আবেগে
সার্থক বর্ণমালার স্বদেশী কবিতায় ।

সব্‌জিওয়ালি

চিচিঙ্গে কিনবি যদি
কবিতার কাছে যাবি।
আমি তো চিনি না তাকে!
চিচিঙ্গে যদি বাঁকা হয়
পেলি গোলামের তিনতাস,
যদি কাঁচ না পাকা
বুঝতে না পারিস
তবে কিস্তি মাত,
বুঝবি, সব্‌জিওয়ালি নিশ্চয় কবিতা।

এখনও হাতছানি আসে

এখনও ছায়ার হাতছানি আসে—
প্রথম এসেছিল অমানিশার অন্ধ কদমতলায়।
আঁধারের দীপ্ত ছায়ায় দেখেছিলাম কোমল হাতছানি,
কৃষ্ণাঙ্গী রাত্রির ভাঁজ খুলে খুলে তপ্ত আহ্বান
এগিয়ে এসে ব্ল্যাকহোলে টেনে নিল—
টেনে নিল আতুর সত্তার পূর্ণ বিসর্জন।
অন্ধকারে তপ্ত আলোড়নে আনন্দের পালক খসে পড়ে—
খসে পড়ে নিটোল বর্তমানের নিবৃত্তির ডানা ছিঁড়ে;
সিঁদেল চোরের পূর্ণ দক্ষতায় দ্বার ভেঙে লুট করি
আঁধারের হাতছানির সমস্ত অলংকার,
উষ্ণ আঁধারের সুরেলা গন্ধ বেয়ে ফিরে আসি
শূন্য হাতে নিঃস্ব নিরালায় নীরব নির্বাসনে।

এখনও ছায়ার হাতছানি আসে—
দৃষ্টিহীন রক্তচাপে প্লাবনের পানসি ছোটে,
ওষুধের হাত ধরে উদ্বিগ্ন রাত্রি ডুবে যায়
স্নায়ুর মরণদোলার ঘন কুয়াশায়।

চোদ্দপুরুষ বসে খাবে বলে

শুয়োরের যদি পাখনা গজায়
এ দেশটার নাড়ি ছিঁড়ে
এরা সবাই যাবে উড়ে
সাত সমুদ্র তের নদী পারে,
চোদ্দপুরুষ বসে খাবে বলে ;
হিমালয়ের ঠ্যাংটা ধরে
গঙ্গানদীর ল্যাজটা ধরে
ডানায় ভেসে যাবে অন্য দেশে
মুরগি করে পুষবে ভালোবেসে
চোদ্দপুরুষ বসে খাবে বলে ।

খিদের জ্বালায়

খিদে যদি পেটটা জ্বালায় কি করবি বল !
দিনের স্যাঁকা সূর্যটাকে ধর তাড়িয়ে ধর,
পেঁয়াজ লঙ্কা আচার দিয়ে খুব চিবিয়ে
বিশ্বজোড়া জঠরটার খানিকটা তো ভর ;
তারপরেতে, শিশিরের তেল ঠাণ্ডা বলে
রাত্রি জ্বেলে
চাঁদটাকে তুই নে ভেজে নে,
তারার বড়া নীল বেসনে নে ভেজে নে—
খিদের মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে মুখটা চেপে ধর ;
তাতেও যদি পেট না ভরে
বিশ্বটার মূল তুলে নে—খা,
শেষমেশ তুই সেই লোকটার
হাড়মাস সব কামড়ে ছিঁড়ে নে'—
পেটটা তোর ভর !

এখন আমার সবিতা

ঠোঙাটা তো বই এর পাতার,
বেঢঙে সাজানো অনেক কিছু লেখা
নোনা ধরা ভাঙা দেওয়ালের মতো।
ভিতরে নানা রঙের সম্ভাবনা—
হতে পারে ঝালমুড়ি সন্দেশ বালি…
ছিঁড়ে পেলাম রক্তাক্ত একরাশ শূন্যতা,
ক্ষতবিক্ষত একটা কবিতার বিব্রত অতীত—
"সবিতা তোমার স্তনান্তরের উত্তাপ ভিক্ষা
চায়…সূর্য
আমার আনন্দে…বাসরে।"
ভগ্নদেহে অবসন্ন অতীত—
ছিন্ন বর্তমান এখন আমার সবিতা।

শ্রাবণের ছেঁড়া সকাল

পলেস্তরা খসা পূবাকাশে
তিন মাথা এক করে বসে আছে শ্রাবণ,
কুলুপ আঁটা মুখে শুকনো মেঠো চোখ,
মাগ্‌গীভাতার দাবী নিয়ে বসেছে ধর্ণায়
স্থূলাঙ্গী জংলী মেঘের রুদ্ধ আবেগ—
আলোদের আস্থা নেই দিনের ব্যর্থ কবিতায়;
স্তনান্তরে তপ্তশ্বাস সুখ শয্যায়
স্তম্ভিত দিনের লজ্জা পান করে
প্রথম রসের মার্গ সঙ্গীত;
ছেঁড়া সকাল এখনও নেশার ঘোরে
অস্থির শতাব্দীর আশঙ্কার অন্ধছায়ায়।

বার্ধক্য

কোলাহল থেমে গেছে—
থেমে গেছে ঝর্ণার সুবর্ণ শিখা সুপ্ত সায়রে,
প্রতিটা বর্তমান পলাশীর সন্ধ্যাকাল
অতীতের অন্ধকারে বন্দিশালায় ;
ব্যস্ত সকাল এখন ক্লান্ত অস্তাচলে
একতারায় বাজায় বসে চৈত্রের ফসলী সঙ্গীত ;
এখন সময় গুণভাগের হিসাব মেলায়
চতুর্দশীর বিষণ্ন আলোয় ।

বাথান

ব্যস্ততার বানপ্রস্থে বাথানি বাথান—
মহাকাব্যের পর্বগুলো পরস্পর সুঠাম সাজানো
অষ্টাদশ পর্বের শেষ সন্ধ্যার সুকুমার নীরবতায় ;
গোধূলির ঘণ্টাধ্বনি থেমে গেছে,
নিভে গেছে ক্ষুধার শিখা,
অষ্টোত্তর শতনাম নীরব কাকল-বাথানের শান্ত অলংকার ;
রোদে পোড়া ধূলার গন্ধ অন্ধকারে কথা বলে চুপিসারে,
করবীর করুণ সুবাস লজ্জা পেয়ে চলে যায়
চাঁদের ছায়ায় ঢাকা খড়ের গাদায় ;
তৃষ্ণা নিয়েছে বিদায়-বিদায় নিয়েছে চতুষ্পদী,
ত্যাগের মহিমামুগ্ধ মহাভোগী বাসনা পোড়ায় ;
এখন বাথান বংশীহীন কদমতলা, বিবর্ণ বৃদ্ধ বৃন্দাবন,
নীরব নিদ্রার নিশ্ছিদ্র নিমন্ত্রণ ।

খাদান

কত অসহায় আনোয়ারের ঘামের চাওড়ে গাঁথা
প্রাগঐতিহাসিক শ্রাবণী অমানিশার গর্ভগৃহ—
গাঁথা আছে হীরার জ্যোতি ক্লান্ত প্রাণের বিভ্রান্ত স্পন্দনে,
আনোয়ারের ছেলের চাঁদ-মারি সেই কলাই-ডিস
কপালের আলোয় খুঁজে পায় ঠিক—চিকচিক করে,
চিকচিক করে তার ক্ষুধার্ত চোখ
দলবীর ভজুদের বর্ণহীন ধূসর বাসরে :
এরা সব দিবসের নিশাচর—
শিকার খেয়ে ফ্যালে হায়নায়
তবুও খাদানের প্রাণহীন দিকহীন নিশির ডাক
টেনে নেয় আনোয়ার ভজুদের অন্তহীন প্রাণ
অনাদৃত কবিতার প্রকাশ আশায়, আনোয়ার চেয়ে রয়
চিকচিক করা কলাই-ডিসের চাঁদ-মারির আশার ফাগুনে।

আরোহীকে

আরোহী,
কোথায় যেতে চাও ?
ঊর্ধ্বে সীমাহীন নীলের সসম্ভ্রম শাসন
নিম্নে শীতলস্পর্শী কঠিন অচল,
এদিকে ওদিকে দেখো
বিস্ময়ে বিপন্ন সীমা
ঘূর্ণাবর্তে ঝরাপাতার কবিতা শোনায় ;
কান পেতে শোন
দূরে ঐ বিন্ধ্যাচলে অনূঢ়া বনে
মিথুনরত কবুতরের আবহসংগীত
বাতাসে বেহালা বাজায় লতায় পাতায়,
সকল সংগীত ধারার মিলন শৃঙ্গে
জয়ের মুকুটপরা বাউল সময়
বিজয়ের একতারা বাজায় গভীর আবেগে
ঐখানে যাও।

এই পথে

এই পথে লাশ হেঁটে যায়
গাড়ী চেপে যায় বর কনে
যায় হেঁটে ক্ষুধার মিছিল, প্রেমের পিপাসা
ডালি হাতে যায় অন্যায় ;
অলস আলো বসে ধর্ণা দেয়
বাতাস ছুটে যায় ছায়ার খোঁজে
কীর্তনিয়া বাজিয়ে খোল বলে হরিবোল
লোভের মিছিলে শুধু নীরব কল্লোল ;
এই পথে ধূলিকণায় লক্ষ অনুপ্রেম
ধূলা অণুবুকে আমি রোজ হাঁটি তাই।

কবরখানা

সূর্যের শিশির ঝরে এইখানে অস্বয়ী কবরখানায়—
শিশির ঝরে তীর্থযাত্রী আত্মার গভীর নীরবতায়,
ফুটে ওঠে জমে যাওয়া কান্নার শিস্ শ্বেত বাতাসে
বরফের মতো নিদ্রাবিষ্ট শুভ্রশীতল কয়লার
চাঙড়ে চাঙড়ে পুঞ্জীভূত স্বপ্নের মিশ্রগন্ধ জমাট—
জমাট বাসনার লাশ
আহ্নিকগতির বর্ণহীন গন্ধহীন নীরব কোবালায় ;
এইখানে বিসর্জন আবাহনের অনুপ্রাশে মুগ্ধ শয়ান
বিদগ্ধ ত্রিকালের ত্রিতালে বাঁধা অক্ষরেখায়,
এইখানে কবরখানায়
সৃষ্টির প্রলয় গীত সৃষ্টির মুখর অন্তরা।

শাখাটা ভেঙে দিও না

শাখাটা ভেঙে দিও না—
এইখানে ক্লান্ত সৃষ্টি তা দেয় পাখির বাসায়,
প্রশ্নের মিছিল মিশে যায় প্রসন্ন প্রত্যয়ে,
স্থিরধী পূর্বাচলের প্রশান্ত সৈকতে
প্রলয় তরঙ্গ ঘুমায় কবিতার উষ্ণ পাতায় ;
এইখানে শুভ্র স্বরলিপির সুরের বিন্যাসে
থেমে যায় বর্ণমালার বিভ্রান্ত বিলাপ,
বেদজ্ঞ সঙ্গীতে ঝরে আলোর প্রস্রবন
ত্রিকাল ত্রিতালে নাচে বাবুই বাসায়।
শাখাটা ভেঙে দিও না—
এনো না তোমার ভিতর তোমার প্রলয়।

খসে পড়া পালকটা

খসে পড়া পালকটা
বিদায়ের বেদনায় বিস্তীর্ণ বিমূঢ়
এক উদ্ভ্রান্ত বিষাদ ;
ধন্যা এই ধরণীর নীরব আহ্বান
নিবিড় নিষ্ঠায় বাজে ব্রাত্য বিজনে—
খসে পড়া পালকটা
শোনে তার পদধ্বনি নিরুদ্ধ শ্রবণে।
বৃন্তহীন মৃত্যুর নিবিষ্ট নিল্লালয়
ঝরা পাতার কঙ্কালের ক্লিষ্ট করুণা
দু'বাহু বাড়িয়ে দেয় ;
খসে পড়া পালকটার শেষ আশ্রয়
ধূসর কান্নার বিদেহী কান্না।

পালকে ঢাকা পাখি

পালকে ঢাকা পাখি
জীব জগতের এক বিশেষ প্রজাতি—
এদের বৃষ্টির জল গায়ে বসে না,
সারাদিন এরা কিচির মিচির কথা কয়
আর খুঁটে খায়, এরা খুব শান্তিপ্রিয়,
কোলাহল থেকে দূরে গাছের মগডালে নিশ্চিন্তে ঘুমায়।
মানুষের এক বিশেষ প্রজাতি হয়তো ওদের জ্ঞাতি—
বৃষ্টির জলে ভেজায় না পা,
সূর্যের তাপে পোড়ায় না গা,
সারাদিন শুধু কথা কয় আর কথা দেয়
তবে কথা রাখে না—
নিজের কথা নিজেই গিলে খায় ;
এরা তো ঠিক পাখি নয় তাই খুঁটে খুঁটে খায় না,
এরা লুটে পুটে খায় দেশের সম্পদ
চেটে পুটে খায় রস—
আইন এদের হাতের মুঠোয় তাই নেই কোনো ভয়
তাই নেই কোনো ভয়।
এরাও খুব শান্তিপ্রিয় পাখিদের মতো—
ভিখারীর কান্না কানে নেয় না,
দাঙ্গা বাধিয়ে দেয় ফিরে দেখে না,
ভোগ বিলাসের মগডালে শান্তিতে ঘুমায়।
ক্ষমতার জালে ধরেছে অনেক ধন—
কেউ যেন না দেখতে পায়
তাই রেখে দেয় বিদেশের ব্যাঙ্ক পাড়ায়,
এরা সাহেবের মাসতুতো ভাই।
এরা মানুষের এক উন্নত প্রজাতি বিষে ভরা প্রজাপতি,
পালকে ঢাকা পাখিদের এক জ্ঞাতি।

প্রতিবাদের পাণ্ডুলিপি

যুদ্ধের বজ্র নির্ঘোষে কক্ষচ্যুত জীবনের গতি
বিষাক্ত আকাশ আলোর ধারা বেয়ে আতঙ্ক ছড়ায়,
বিধ্বস্ত পৃথিবীর বিবস্ত্র বসনে বারুদের নেশার বুদবুদ,
কান্না কান্না পায়, ভেসে যায় বিশ্বস্ত বাতাসের বিনম্র বিশ্বাসে—
এই হলো শিল্পীর নিখুঁত চিত্রে যুদ্ধের কলঙ্ক রেখা ;
আর শান্তি ? মৃত্যুদণ্ডের আসামী হতাশার কাঠগড়ায়।
উদ্বিগ্ন কবি শল্য চিকিৎসকের মতো পাণ্ডুলিপি খুঁজে বেড়ায়
প্রতিবাদের স্বরলিপি লিখে নেয় বজ্রের নির্ঘোষে ;
মানুষের সমুদ্রে প্রতিবাদের গভীর গর্জন ফুলে ফেঁপে ওঠে
কবিতার প্রতিবাদ সবটুকু ঢেলে দেয় পরম বিশ্বাসে।

সবিতা এখন

সবিতা—হয়তো তুমি এখন
নক্ষত্রলোকের নিকুঞ্জবনে
আলোর মেলায় নাগরদোলায়
দুলে-দুলে-ক্লান্ত-ডানা স্বপ্নসারস
একা রমণী এক অসম্পূর্ণ কবিতার মতো
মেঘাচ্ছন্ন অপেক্ষায় এক বৃদ্ধা চাতকী।
শ্রাবণ এখন তপ্ত সাহারায় নিভৃত অভিসারে
খরার গন্ধে মাতাল এক
বারিহারা বিষণ্ণ বিফল প্রেম
সেই আমার হৃদয় নির্যাস।
সবিতা—তুমি তাই রয়ে যাবে অনুভূতির অন্ধকারে
আমার অবাঞ্ছিত অপেক্ষার সুপ্ত ব্যবধানে ;
সবিতা তাইতো তুমি এখন
ব্যর্থ বেদনার বঞ্চিত বুভুক্ষা বুকে বিশাল বিলাপ।

নির্ভেজাল আনন্দ পেতে

এলাম গেলাম
গেলাম আর এলাম
আসা যাওয়ার মাঝে যে সময় পেলাম
নিলামে চড়ালাম,
যা কিছু পেলাম
সবটুকু তোমাকে দিয়ে
যেটুকু আনন্দ পেলাম,
বিলিয়ে দিলাম,
নির্ভেজাল আনন্দ পেতে।

ভেট

কপোতাক্ষের ঐ পাড়ে রুদ্ধ জলস্রোত—
বন্ধমাতাল মাটির চাঙড়, প্রেমিক পলাশ,
বাতাসের ব্যর্থ কলরব
ঝরাপাতার শবযাত্রায় ইঞ্জিন বন্ধের শব্দের মতো ;
আম-জাম-মাদারের শিকড় কাত হয়ে
জল চুরি করে—এতে রাগ নেই,
ছায়া দিয়ে আদর করে—সূর্যতো ভীষণ-প্রখর !
অনাদৃত দুপুরের রুগ্ন নির্জনে ভাঙা ঘাটে
নগ্ন নারী—শিল্প সচেতন,
পাড় ভাবে দিলাম উপহার,
মুহূর্তে ক্ষুধার্ত কুমীরের বিক্ষোভে ঘাট উধাও
অনাবৃত দিনের অন্ধকারে,
প্রতিধ্বনি পাড়ি জমায় ধ্বনির খেয়ায়।

আমার কবিতায়

আমি যদি করে থাকি পান
মায়ের অমিয় স্তন—তোমাদের মতো,
আমি যদি গেয়ে থাকি গান
যৌবনের বিপুল প্লাবনে—তোমাদের মতো,
আমি যদি বেশে থাকি ভালো চাঁদের আলো
প্রেয়সীর মুখ পানে চেয়ে—তোমাদের মতো,
তবে আমি তোমাদের সহোদর ভাই,
তবে জেনো আমি আছি এইখানে আছি,
গচ্ছিত রেখেছি করে তোমাদের প্রাণের সঞ্চয়
আমার কবিতায়।

আচার্য প্রণাম

হে আচার্য—তোমার বাল্যের প্রথম বৃন্দাবন
কপোতাক্ষের স্ফটিক জলের সুপ্ত রসায়ন।
সাঁতার কাটার ছলে পড়েছিলে সে গুপ্তবাণী
অন্তরের তৃষিত ভাষায় বিস্ময়ের সুরে।
বিজ্ঞানের বালুচরে উদ্যোগের উত্তাল লাবণ্যে
গেঁথেছিলে সফেন কণ্ঠহার—
আলস্যের লাস্যে ভরা বাঙালী পেল উদ্যোগ উপহার।
ক্ষীণ দেহে ঘর্মাক্ত ক্লান্তিক্লেদে চলেছ অবিরাম
টেনে নিয়ে পঙ্গু অতীত কর্মের অনন্ত অনিলে।
বিজ্ঞানের বিশ্বসভায় মৃত্যুর দরবারে তাই
তোমার প্রফুল্ল নাম রয়েছে খোদাই—
'অমৃতের অমর সন্তান'—আকাশের শুকতারা গায়।

ইতিহাস লেখা হতে থাকে

ঘৃণার জ্বালায় জর্জরিত,
উদ্ধার আসে ? বিষণ্ণ বিভ্রমে
অন্ধকারে জ্বলে
মাটির প্রদীপ বাক্যহীন ব্যর্থ আবেদনে।
কে যেন লিখে যায় পৃথিবীর রক্তাক্ত ইতিহাস
যুদ্ধের
ফুটে ওঠে সভ্যতার জরাক্রান্ত ছবি
সময়ের তীরে
ইতিহাস বধির তো নয়—
বেদনার ব্যাকরণে
কাঁদে কণ্ঠস্বর, ইতিহাস লেখা হতে থাকে।

নদীর পাড়ে

জোর হাঁক দিলাম ঃ নদীর পাড়ে কারা ?
এল না সাড়া।
নদীর পাড়ে আছে কেউ ?
আছড়ে পড়লো দুরন্ত ঢেউ
নির্বাক অন্ধকারের ঘুমন্ত বুকে।
নদীর সফেন প্রাণ নিরন্তর করছে পান
ধরিত্রীর মত্ত রূপ তপ্ত যৌবন
বাতাসের সাথে
উন্মত্ত উলঙ্গ রাতে
বজ্রের চকিত ঝলকে চুম্বন সুখে আত্মহারা।

আন্দামান

আন্দামান—নীল কুমারী নীলাঞ্চলা
চঞ্চলা তটিনী—তুমি সাগরের ফেনিল পিপাসা
স্বর্ণশিখরী দিগ্বলয়,
শ্যামালাঙ্গী পীতাম্বরী রূপসী গোধূলি
স্বপ্নময়।
তুমি কুমারের কাঙ্খিতা প্রিয়া
স্বপ্ন সলিলে রামধনু রেখা
সাগর বিলাসী কন্যা,
নীল নিরালায় প্রণয় পিপাসু
রূপসী নীলাভ বন্যা ;
আন্দামান, তুমি ধন্যা।

কাঁচ ভাঙার গান

কাঁচটা হাত থেকে পড়ে গেল—
ঝন্ ঝন্ ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে
প্রতিহত হলো সীমানার শাসনে,
যন্ত্রের মধুর ধ্বনি হলেও
সে সুর কানের পীড়ন এক আতঙ্ক,
একটা কবিতার শব ব্যবচ্ছেদ।

দর্শনের পাণ্ডুলিপির ধূসর পাতার
খণ্ডিত দেহের বেদনায় ব্যঞ্জনা বাজে
জীবন এমন
যৌবন এমন
ভালোবাসা এমন
কাঁচ ভাঙা গানের বিশেষণ।

রাধারাণী তোমাকে

রাধারাণী, তোমার মধুবন শুকনো এখন,
তোমার কৃষ্ণ এক বিষণ্ন বেকার
বিজ্ঞানের কৃপাধন্য, (আঙুলের ছকে মুগ্ধমন !)
তোমার অভিসার-ঘর দখল করেছে
এক কম্পিউটার ;
প্রিণ্টারে কাগজের জন্ম স্রোতের মতোন,
সকারের তালিকা বন্ড ছোট ড্রয়ারে থাক,
শতকাগজ ভরা নাম বেকার আছে লক্ষজন,
আলমারী ভরে গেছে সব, নেই কোনো ফাঁক।

রাধারাণী, তোমার কুমারীমন
সংসারের শান্তনীড় চায়,
তোমার পুরুষ বন্ধু ছন্নছাড়া ভাঙা ডানা তার,
লক্ষ বছরের সংসার-স্বপ্ন বিধ্বস্ত
কোন্ বিজ্ঞানের দয়ায় ?
তুমি শান্ত থাক মহাকালের জালের ফাঁদে
কাঁধে নিয়ে কুমারীত্ব ভার।

কপোতাক্ষ

কপোতাক্ষ তীরে
কৈশোরে স্বপ্নের নীরব মিছিলে
ফিরে যেতে চায় মন স্মৃতিময় উল্লাসের উন্মত্ত ভীড়ে,
অতীতের অমৃতগর্ভ চপল সলিলে।

আবার ধরবো দাঁড় নদীর উত্তালে,
ডুববো ভাসবো আবার পানকৌড়ীর সাথে
জীবনের অমৃত সন্ধানে দিবস সকালে,
বয়ে যাবো পালতোলা শিউলী রাঙা রাতে।

আবার টানবো আমি টাবুরের গুণ স্রোতের উজানে,
ধরবো গুলে মাছ ভাঁটা চরে হাঁটুসের কাদা মাড়িয়ে
চৈত্রের বিধবা দিনের বিষণ্ন বিজনে,
নিঃশব্দ—নীরব নিথর—দেখবে দাঁড়িয়ে।

বর্তমান ভারত

স্বার্থ লালসা ভোগের বাসনা
দুর্নীতিধামে করে উপাসনা,
যুক্তি বিবেক লজ্জা সবাই
পালিয়েছে—সময় করেছে ঘোষণা।

পথে হাটে মাঠে সন্ত্রাসের ভয়
ট্রেনে প্লেনে বাসে যেতে সংশয়,
যারা এ দেশের ধরিবে হাল
তারা বিষেভরা বিষ তনয়।

হে ভারত তোমার কপাল মন্দ
তোমার সন্তান তোমারই ভয়।

যদি আগে পেতাম

আজকের আগে মৃত্যুটা যদি পেতাম,
মৃত্যুর রং কেমন রঙিন দেখে নিতাম।

যৌবনের আগে যৌবন যদি পেতাম,
বাল্য সখীদের অঙ্কুরের ঘ্রাণ
প্রাণ দিয়ে শুঁকে নিতাম।

আজকের আগে মৃত্যুটা যদি পেতাম,
মনের তুলিতে ছবি তার এঁকে নিতাম।

আজকের আগে আগামীটা যদি পেতাম,
আগামীর সব অবসর রস
প্রিয়া বুকে ঢেলে দিতাম।

আজকের আগে মৃত্যুটা যদি পেতাম,
বিষাদের রাগে দগ্ধ একটা কবিতা লিখে নিতাম।

যুদ্ধ চলতে থাকে

ঈশানীর রোষে থাবা মারে হিংস্র বজ্রানল,
ভাঙে ঘর ভাঙে মন—
শুরু হয় ধ্বংসের হোলি আরণ্যক উল্লাসে,
অশান্ত শিল্পী আঁকে রক্তাক্ত কান্নার নীরব কঙ্কাল।
দায়মুক্ত শবের পাহাড় অঙ্কুরিত—
মূর্ছিত লজ্জার শীতল শয্যায় ;
সে কী নয় সভ্যতার সকৌতুক বিদ্রূপ ?
দমিত ক্রোধ আতঙ্ক আবৃত্তি করে ভয়ের ভিটায়।
বিভীষিকার বজ্র নির্ঘোষে ঝরে যায় প্রাণ,
প্রতিবাদ জাপটে ধরে ভরা কোটাল ;
যুদ্ধ চলতে থাকে—
সভ্যতা মিশে যায় দিগন্তের কলঙ্ক রেখায়।

শব্দে থেমে যায়

শিশিরের দীর্ঘ রাত্রি দীর্ঘতর হয়—
অতীত এখনও স্তব্ধ নয়
চলমান স্মৃতির বহর ভেসে চলে
স্বপ্নের বিনিদ্র যাত্রায়,
চাঁদের ক্লান্তি আসে—মেঘের আড়ালে যায়
ঘুমের আশায়,
শিশিরের শব্দের অবসাদ শেষ হয় ঘাসের ডগায় ;
স্বপ্নময় রাত্রি ধায় বিপন্ন বেগে পূর্ণচ্ছেদ হারা,
ধেয়ে যায় বিড়ম্বনায় রাত্রির বুকে।
সৎকার সমিতির গাড়িটা থামে জানালার নিচে
প্রতিবেশীর মৃত কন্যার শেষযাত্রার বাঁশি
বেজে ওঠে মায়ের কান্নায়,
শিশিরের দীর্ঘ রাত্রি শব্দে থেমে যায়।

ক্যালেণ্ডার

ক্যালেণ্ডার—
নীল নৈঋতে নীরব প্রভাত,
নীরন্ধ্র নাটকের নিরস্ত্র নায়ক।
কে তার জন্মদাতা ?—হিন্দু মুসলমান !
কার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ?
উপজাতি শিখ খ্রিস্টান !—নির্বিকার।
রূপসি রোদ্দুর-ক্যারিবিয়ান সৈকতের সিক্ত স্বপন,
ভরা যৌবনা মদির সমুদ্দুর।
মাঝশীতে ফুলশয্যার নিভৃত বাসর
তারপর নিষ্কর অবসর—
মরীচিকা মরুফুলে বিষাদ ভজন।
দিনের পালক খসে যায়—গুনে রাখে,
এঁকে রাখে ঝরাপাতার জীর্ণ জীবন।
নাটকের শেষ অংকে আবার মাঝশীতে
শুনতে পায় ডাস্টবিনে কুয়াশার বিষণ্ণ পুরাণ।

ঘাট

এই ঘাটে ঊষা ধোয় পা সকালবেলা
ঢেউগুলো হেঁটে এসে প্রণাম জানায়,
লজ্জা আসে গুটি গুটি চারিদিকে চায়
নিঃশ্বাসে টেনে নেয় মুক্তির ঘ্রাণ,
আকাশের আলোয় দেখে স্তনের বিন্যাস
বাতাস উরুর গন্ধে মাতাল প্রায়।
এই ঘাটে বাসা বাঁধে লোহার নোঙর
ক্ষুধার জ্বালা ডোবে মাছের আশায়,
সূর্যের যমজ ভাই সাঁতার কাটে
জোয়ার ভাটারা আসে অন্ধ নেশায়,
ঘোলা জলে কোলাহল আবির খেলে
দিনের দগ্ধমন পিপাসা মেটায়।
শ্মশান যাত্রায় খই উড়ে এসে পড়ে
কাস্তে কোদাল শাবল ঘামধুয়ে নেয়,
এই ঘাটে হেটো মন বিদায় জানায়
সপ্তাহ ফিরে আসে বহুদিন পরে,
লজ্জাহীন সময়ের অনির্বাণ ঝড়ে
ভাটিয়ালি ডানা ভেঙে রোজ পড়ে রয়।

কাঁদে না আফগানিস্থান

রাত্রির খোলা চোখে ধরা পড়ে
বধির এ সভ্যতার বিবর্ণ কুয়াশার রূপ।

আকাশ পথে নামে রক্ত চক্ষু বম
বজ্রবিদ্যুৎ পিঠে বিকট ভীষণ
ধ্বংসের দূত। কঙ্কালের বর্ণমালায়
শবের কবিতায় ধরা পড়ে বিকৃত বর্তমান।

প্রতিশোধের ভাষায় লেখা রক্তপিপাসা।

গভীর গুহায় বিষণ্ণ আলোর নেশায়
প্রতিরোধের মত্ত অভিযান ;
রক্তের তুষার ঝড়ে অশ্বারোহীর ছিন্নতারে
বাজে ধ্বংসের গান—
আফগানিস্থান।

পাহাড়ী মরুর হিংস্র ক্ষুধায়
মরে যায় বাঁচার বাসনা, শুকায় আশা ;
এত রক্ত পান করেও মেটেনা পিপাসা ?

দীর্ঘকালের উলঙ্গ উন্মত্ত সংগ্রাম
তুমি সহে যাও—তুমি হৃদয়হীন !
তুমি কাঁদতে জানো না
আফগানিস্থান !

তখন

খাল পেরিয়ে ডাইনে বেঁকে বাঁয়ে রেখে বাড়ি,
হাত পনেরো গিয়েই তুমি থামিও দু'পা গাড়ি।
কদমতলায় দেখবে বাঁধা মিশকালো এক গাই,
দেখবে কাছে দু'চালা ঘর সে ঘর আমার ভাই।
ছোট্ট গাঁয়ে বনের ছায়ে বৃদ্ধ আমার মাতা,
তুলসিমালা জপেন বসে বলেন 'হরি ত্রাতা'।
বন্ধু তুমি মায়ের কাছে দিও পরিচয়,
দূর করো তার বাছার তরে সমস্ত সংশয়।

আজও ডাকে

বনের ছায়া আজও ডাকে
চৈত্র মাসে কি বৈশাখে
বেতের বনের পাশে ঘাসে
পাতার শয্যা পেতে;
আজও ডাকে স্বর্ণলতা
তাহার সাথে কইতে কথা
শেওড়া গাছের ঝোপের তলায়
আলোয় ভরা রাতে।
ডাকছে আমায় শ্রাবণ-ধারা
ঝরার নেশায় আত্মহারা
ভাসতে বিলে কলার ভেলায়
পাড়ার ছেলের সাথে;
ইচ্ছা করে যাই চলে যাই
উঠোনেতে মাচায় ঘুমাই
স্বপ্ন দেখি রাজপরীদের
অমানিশার রাতে।

বাঙালিবাবুর ভোজন বিলাস

ধুতি কোচা পাঞ্জাবিতে বাঙালির বাহার,
বেনারসি ঢাকাই শাড়ি সোনার অলংকার।
মিষ্টি মিঠাই শাকপাতা আর মাছের হরেক স্বাদ,
পোষাক খাবার বিলাসিতায় নেই কোথাও খাদ।
গল্পপ্রিয় পোষাকপ্রিয় খাদ্য রসিক বাবু,
হরেক খাবার স্বাদ না পেলে হয়েই যাবেন কাবু।
রসগোল্লা পানতুয়া আর রাবড়ি পায়েস দই,
রসমালাই কাঁচাগোল্লার জুড়ি মেলে কই!
সরভাজা আর ক্ষীরকদম্ব জলভরা তালশাঁস,
জিলিপি ও ল্যাংচা বোঁদে খাননা বারো মাস।
তালক্ষীর আর ক্ষীরের নাড়ু তাল পিঠে ও বড়া,
পাটিসাপটা পুলি পিঠে পেলেই খাবেন ত্বরা।
তিলতক্তি তিলের নাড়ু জিরেন রসের পায়েস,
ভোজন রসিক ছোট কাকার খেলেই আসে আয়েস।
তালের মজা চুনের গোলা খই মুড়ি দে' মাখুন,
রাতের বেলা পুরু করে থালায় পেতে রাখুন।
সকাল হ'লে তালচাকতি কেটে কেটে খান,
বাচ্চা বুড়ো সবাই খাবে করবে গুণ-গান।
মাছের মধ্যে রহু এবং ইলিশ ট্যাংরা বেলে,
নাম শুনলে পেটের মধ্যে খিদে উঠবে ঠেলে।
পাবদা ভাঙন পারশে চিতল সর্ষে লঙ্কার ঝাল,
ফলুই ফ্যাসা চ্যালা পুঁটি ভাজা হবে লাল।
চিংড়ি মাছের মালাইকারি গলদা চিংড়ির মাথা,
এসব পাতে পড়লে উতল হবেই যে কলকাতা।
সজনে ডাঁটা কাঁঠাল বীচি আলু চিংড়ির ঝোল,
বুড়ো কর্তার অতি প্রিয় পুঁটির অম্বল।
বেগুনইলিশ ইলিশ ভাঁপা ইলিশের তেল খান,
ইলিশ পোলাও সর্ষে ইলিশ (বাবু) শেষে খাবেন পান।
অমৃত কচু পাতার সাথে চিংড়ি ভাতে মাখা,
কাঁচালঙ্কা সর্ষে তেলে খাদ্য হবে পাকা।
পেঁয়াজকলি-চিংড়ি মাছ লাউ-কাঁকড়া খান,
চিংড়ি মাছের সাঁতলানো ঝোল মন করে আনচান।

মাগুর শিঙি ল্যাটা ও আড় বান মাছের কারি,
বড়ির ঝাল ওলচিংড়ি খেতেও লাগে ভারি।
মুলোর শুক্তো মুলো পালং মুলো দেওয়া ডাল,
ভেটকি পাতুড়ি কৈ তেল (বাবু) খাবেন যে ঝালঝাল।
বাঁধাকপি মাছের মাথা ফুলকপির ডালনা,
খাবেন ভাজা থোড় ও বড়ি নয়তো বাবু ফেলনা।
শোল মুলো আদা পালং গ্যাঁদাল পাতার ঝোল,
আম করমচা টমেটো আমড়া চালতার অম্বল।
কচুশাকে ইলিশ মাথা ভেটকোলের ভরতা,
লাল শাক আর পাট শাক বাবু পুনর্ণবা কর্তা।
গরম ভাতে মুড়িঘণ্ট বাঁধাকপির বড়া,
মন যদি চায় নিতেই পারেন বেগুনি কড়া কড়া।
লাউ চিংড়ি পুঁই শাক আর মোটা কচুর লতি,
সর্ষে বাটা সর্ষে তেলে সুস্বাদু যে অতি।
মুলোর ঘণ্ট মোচার ঘণ্ট পটলের দোরমা,
ধোকার ডালনা কলা-কোপ্তা কালিয়া ও কোর্মা।
গরম গরম ফেনাভাতে একপলা ঘি প্রাতে,
বেগুনভরতা কষা মাংস (বাবু) খাবেন শীতের রাতে।
নারকেল দিয়ে কচু বাটা সর্ষে মরিচ ওল,
পোস্তবাটা-আলু-ঝিঙে বিউলী ডালের ঝোল।
কাঁচপটল বাদাম ভাজা মিঠে কুমড়োর ডালনা
বড়াপিসি এলেই খাবেন যদিও থাকেন কালনা।
কলমি শাক ও ঢেঁকি শাক খেতে যে সুস্বাদু,
কুমড়ো হিঞ্চে ধুলো শাকও ভালোবাসেন দাদু।
আমরুল শাক-ভাঁপা কাঁচ তেঁতুল-পাতার ঝোল,
মুসুর ডালে আমসি গুড়ে (বাবু) দারুণ-অম্বল।
উচ্ছে দিয়ে চাল কুমড়ো খাদ্য অতি সাধু
আমাদা দিয়ে পেঁপের চাটনি ভালোবাসেন দাদু।
বেতো শাক ও মেথি শাকের তুলনা যে নাই,
রান্নাঘরের গন্ধ এলেই মন করে খাই খাই।
লাউ কুমড়ো পুঁই পালং মুলো বেগুন যোগে,
লাবড়া রেঁধে পঙ্‌ক্তি ভোজে খান খিচুড়ি ভোগে।
বিটের ঘণ্ট লাউ ছেঁচকি ওলকপির ডালনা,
বড় বাবুর খুবই প্রিয় নয়তো খাবার ফেলনা।

ফুলকো লুচি বেগুন ভাজা তেঁতুল কাথের সাথে,
দু'দশখান খাবেন বাবু কিছু রবে না পাতে।
আনারসে কিশমিশ দিয়ে চাটনি রেঁধে খান,
ভুরিভোজের পরে এটা অমৃত সমান।
আমআদা ধনে পাতা নুন লঙ্কা বেটে,
গরম রুটি কারির সাথে খাবেন চেটে চেটে।
বকফুল আর কুমড়ো ফুলে বেসন দিয়ে ভাজা,
একটু খাবার সোডা দিলেই হবে খাস্তা খাজা।
পলতা শিউলি উচ্ছে পাতা হিঞ্চে শাকের বড়া,
ডালের সাথে খেতে হবে ভাজা কড়া কড়া।
সুসনি শাক ব্রাহ্মী শাক ও নিমবেগুন ভাজা,
বাঁধাকপি মোচার বড়া খাবেন একটু খাজা।
আমসত্ত্ব আমের আচার বাটা ডালের বড়া,
হরেক বড়ি আম কাসুন্দি গোটা তেঁতুল ছড়া।
পুরানো তেঁতুল কাথের সাথে নুন লঙ্কা মেখে,
একটু চিনি সহযোগে খান না চেখে চেখে।
মিহি করে আম কুচানো লেবু পাতা লঙ্কা,
দুধের সরে নুন চিনি দে' খাবেন নেই তো শঙ্কা।
তেলে ভাজা খিচুড়ি আর লঙ্কা-আম-আচার,
মুড়ি লঙ্কা শশা পেঁয়াজ টিফিন বাহার।
চিড়ে দুধে নারকেল কোরা কলা দিয়ে মাখা,
বিকেল বেলা ভারী টিফিন থাকবে না পেট ফাঁকা।
তাল পাটালি আম দুধ সব ঠাণ্ডা ভাতে মেখে,
গরমকালে সকালবেলা দেখুন বাবু চেখে।
শীতের সময় খেজুর রস আর জিরেন রসের গুড়,
গন্ধে মাতাল খোকা বুড়োর জিভ করে সুড়সুড়।
খুব গরমে পান্তা ভাত তেঁতুল গুড়ে মেখে,
খেয়ে ঘুমান সারা সকাল অঘোরে নাক ডেকে।
ফুলকো মুড়ি চপ বেগুনি পাঁপর ভাজা খান,
মুড়কি মোয়া খই-এর ছাতু গৃহীর সম্মান।
গরম তেলে শুকনো লঙ্কা বাদাম চিড়ে ভাজা,
চায়ের সাথে বিকেল বেলা আহা, সে কি মজা।
মুড়ির সাথে ভাজা জিরে ধনে লঙ্কা গুড়ো,
সর্ষে তেলে মেখে বাবু খাবেন ঝুরো ঝুরো।

ফলের মধ্যে আম যে রাজা আনারসও তাই,
সউরি কলা কাঁঠাল ও তাল তেমনতর ভাই।
নারকেল বেল শশা আতা পেয়ারা পেঁপে কুল,
জাম জামরুল তরমুজের ভাই নেইকো সমতুল।
বাঙালিবাবুর ভোজনবিলাস সব লিখতে গেলে,
পুবের রবি অস্তাচলে ঘুমে পড়বেন ঢলে।
আরও যদি জানতে চাহেন আমার বাড়ি যাবেন,
আশিঊর্ধ্ব ঠাকুর্দার সঙ্গে বসে খাবেন।

ফেরার ডাক

মনে পড়ে লম্বা ঘাসের মাদুর মেলের বিলে,
লুকোচুরি খেলার কথা পাড়ার ছেলে মিলে।
সোলার কাঠি তুলতে গিয়ে বিলের রোদে ঘোরা,
কড়ুই আঙুল কামড়েছিল যে সাপ সেটা ঢোঁড়া।
জল ঘুলিয়ে কাদা করে' হাঁটু জলের বিলে,
মাছ ধরেছি চাবি বেয়ে শতেক লোকে মিলে।
শ্রাবণ মাসে বানভাসিতে নিয়ে কলার ভেলা,
লগি ঠেলে এদিক ওদিক খেলা শুধু খেলা।
নদীর চরে নরম কাদায় নিয়ে খ্যাপলা জাল,
মাছ ধরেছি রোদে পুড়ে দুপুর ও বিকাল।
মনে পড়ে ভাঁটার টানে ছোট্ট ডিঙি নিয়ে,
চলছি ভেসে অলস বসে ভাটিয়ালি গেয়ে।
সে গান মনে শুনছি বসে আরাম কেদারায়,
বলছে যে মন চল না আবার সে গাঁয়ে ফিরে যাই।

সবিতা ফিরে তাকাও

সবিতা ! যেয়ো না, একটু দাঁড়াও,
একবার আমার দিকে ফিরে তাকাও !

মনে পড়ে ? বাসর রাতে তোমার হৃদয়বীণে
তুলেছিলাম আশা ভরসার মধুর ঝঙ্কার,
শান্ত করে দিয়েছিলাম বধূর চিত্তমূলের
অজানা শত আশঙ্কার।

মনে পড়ে ? একদিন পূর্ণিমা সাঁঝে ব্যস্ত ছিলে না কাজে
জানালায় বসেছিলে আমার আসার অপেক্ষায়,
আমার আগমন ধ্বনি সময়ের পাতায় শুনি'
মরি লজ্জায় ! লুকালে ঘরের এক নিভৃত কোনায়।

মনে পড়ে ? আবার কি যেন ভেবে এলে সোপানে—
সুসজ্জিতা সুললিতা ; এমন সময়
আমার চোখের কোনে চেয়ে গোপনে
দেখেছিলে আমার হৃদয় প্রেমের আভায়।

সবিতা ! মনে করো, হৃদয়ে আবার ভরো
বসন্তের ঝিরিঝিরি স্নিগ্ধ মলয়,
প্রেমের চক্ষু মেলে একবার পিছনে চেয়ে
ফোটাও তোমার চিত্তে শত কিশলয়।

সবিতা ! সোনামণি ! একটু থাম,
একবার নতুন করে বাসিফুলের প্রণয়নীরে দৃষ্টি নামাও,
মোর চিত্তের প্রতিচ্ছবি পুনরায় দেখার তরে
তোমার ডাগর চোখে ফিরে তাকাও।

সবিতা ! তোমার পায়ের রেখায় আলতার দাগ,
চিত্ত কমলে আজও প্রেমের ফাগ,
আমার নিভৃত নয়ন এখনও করিছে চয়ন
তোমার চিত্তবৃন্তের সব অনুরাগ।

সবিতা ! প্রিয়া মোর ! আমার গরবের ধন,
আমায় ক্ষমা করে' আবার পিছনে ফিরে চাও,
আমার ব্যাকুল চোখে তোমার দু'চোখ রেখে
আর একবার ফিরে দেখে নাও।

আমার গাঁয়ের পথনির্দেশ

স্টেশন থেকে বাইরে এসে সামনে পাবে পথ,
দাঁড়িয়ে সেথা অনেকগুলো ঘোড়ায় টানা রথ।
ঝরঝরে ঐ ঘোড়ার গাড়ি চড়বে নাকো তুমি,
রুগ্নঘোড়া পথের মাঝে নিতেই পারে ভুমি।
হাঁটবে তুমি আমার গাঁয়ে শ্যামল বনচ্ছায়ে,
ঝিরঝিরিয়ে লাগবে হাওয়া ঘামে ভেজা গায়ে।
খানিক দূরে গিয়েই তুমি দেখবে ছোট হাট,
তাহার পাশে ঘুঘুডাঙ্গার ধু ধু করা মাঠ।
হাট ছাড়িয়ে পথের ধারে দেখবে পাকা বাড়ি,
বুঝবে যিনি গাঁয়ের মোড়ল এ বাড়িটি তারই।
স্টেশন থেকে এইটুকু পথ খোয়া দিয়ে ঢাকা,
তার পরেতে কাঁচা পথের সবটা আঁকা বাঁকা।
বেড়ার পাশে দেখবে তুমি জিউলী গাছের সারি,
কাহার জমি কোন অবধি সাক্ষী ওসব তারই।
খানিক যেয়ে দেখবে বাঁয়ে পাঁচিল ঘেরা বাড়ি,
ডানদিকেতে ঠাকুরচকে সজনে গাছের সারি।
কুমোর পাড়া ছোঁয়ার আগে পথ হয়েছে ঢালু,
'পূবের গড়ান' গাঁয়ের লোকে নাম করেছে চালু।
গড়ান পথের দু'পাশ ধরে উঁচু বাঁশের বন,
বনের ছায়ে চলতে গিয়ে উদাস হবে মন।
বন ছাড়িয়ে মিশবে সে পথ খেলার মাঠের পাশে,
ছোট্ট সে মাঠ ছেয়ে গেছে ভাটুই ঘাসে ঘাসে।
মাঠের কোণে পথের পাশে দেখবে তেঁতুল গাছ,
তাহার পাশে পচা ডোবা ভরা ল্যাটা মাছ।
এখান থেকে শুরু হ'ল খোলায় ভরা পথ,
শুনতে পাবে হাঁড়ি পেটার ধপ ধপা ধপ গৎ।
কুমোর পাড়ার পথের পাশে উঠোন ভরা হাঁড়ি,
কাঁচা হাঁড়ি রোদে দেওয়া রেখে সারি সারি।
তার পরেতে খালের ধারে খোলার পথের শেষ,
খালের 'পরে বাঁশের সাঁকো চড়লে দোলে বেশ।
ভয় কিবা ভাই পড়লে জলে ডুববে নাকো তুমি,
এক হাঁটু জল নীচে তাহার খানিক কাদার ভুমি।

সবিতা ! অভিমান ভুলে গিয়ে মরালগ্রীবা নিয়ে
আবার শঙ্খ চোখে আমার দিকে তাকাও,
পুরানো আপন গৃহে নতুনের লাবণ্য নিয়ে
তৃষিত চাতকের মুখে দু' ফোঁটা বারি ঢেলে দাও।

সবিতা ! যেয়ো না, ফিরে এস সোনা,
একবার আমার চোখে ফিরে তাকাও।

আমার গ্রাম

বন বাদাড়ে নালা ডোবায় ভরা আমার গ্রাম,
শান্ত শ্যামল স্বপ্নকোমল পারকুমিরা নাম।
বনের মাঝে মাটির পথে মিলতো লতার স্নেহ,
ফাগুন হাওয়া বুলিয়ে পরশ জুড়িয়ে দিত দেহ।
রাতের বেলা জোনাকীরা বিলিয়ে দিত আলো,
স্বপ্নালোকে চলতে পথে লাগতো ভারি ভালো।
নীল আকাশে তারার আলো খেলতো হোলি খেলা,
ফুলের সুবাস ভাসিয়ে দিত আঁধার রাতে ভেলা।
চাঁদের রাতে সাদা পালে নৌকা যেত ভেসে,
শাপলা বিলের পাশের বনে উঠতো যে রাত হেসে।
দিনের আলো ধুইয়ে দিত গাঁয়ের সবুজ দেহ,
লতা পাতায় গাছের শাখায় মিলতো মায়ের স্নেহ।
স্মৃতিমাখা স্বপ্নে আঁকা দ্বন্দ্বহীনা গাঁয়ে,
প্রাণের রেণু সুরের বেণু দিয়েছিল মায়ে।

হাটের পথ

নানা গাঁয়ের পাশ কাটিয়ে মাঠের ভিতর দিয়ে,
চলছে হাটের রাস্তা বাঁকা কালের তরী বেয়ে।
সেলিম চাচা যাচ্ছে দুলে ঝুলছে কাঁধে বাঁক,
যাচ্ছে সাথে বুড়ো চাচী মাথায় মেথি শাক।
যাচ্ছে কুলি বস্তা মাথায় চলছে এঁকে বেঁকে,
শীতের দিনেও ঝরছে যে ঘাম স্বপ্ন আঁকা বুকে।
ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ তুলে যাচ্ছে গোরুর গাড়ি।
ল্যাজ মুড়িয়ে ঠাঁই ঠাঁই আর পড়ছে পিঠে বাড়ি।
লাইন দিয়ে গরুর গাড়ি সবজি ভরা তাতে,
হাটে গিয়ে নামিয়ে দিয়ে ফিরবে আজই রাতে।
যাচ্ছে গরুর গাড়ি ভরা ঢেঁকি ছাঁটা চাল,
বউ-রা সব ভানে এ ধান রাত থেকে সকাল।
ছুটছে গরু গ্যাঁজলা মুখে বাকী অনেক পথ,
আখে বোঝাই গরুর গাড়ি ওটাই যে তার রথ।
ঝড়ের মতো খিস্তি খেউড় ছুটছে গরুর দিকে,
লেখা পড়া শেখেনি তাই লাগছে না তার বুকে।
গরুহাটে যাবে বদর সাথে বিশটা গরু,
গুঁতোগুঁতি ঠেলাঠেলি রাস্তাটা যে সরু।
ডোবার পাশে নরম মাটি সাবধানে পার হওয়া,
কিছুদূরে পাওয়া যাবে বুড়ো বটের ছাওয়া।
গরুর গাড়ির শব্দে ভরা ধুলোয় ভরা পথ,
হেঁইও বলে হারু কাকা ছুটছে যেন রথ।
শুকনো বাঁশের বোঝা মাথায় ছুটতে তাকে হবে,
সূর্য পাটে গেলে যে তাঁর ক্রেতা নাহি রবে।
ঝুলছে বাঁকে সাপের ঝাঁপি ছুটছে শাহবাজ,
নতুন ধরা কেউটে আছে জমবে খেলা আজ।
সিধু কামার মাথায় ঝোড়া দা বটিতে ভরা,
আছে টাঙি হেঁসো কাঁচি কুড়ুল কোদাল ছোরা।
বাঁশের ডগায় বেলুন বেঁধে যাচ্ছে হারু পাল,
মা বাপ নেই ঘরবাড়ি নেই এই তার কপাল।
পাঁচটা নাবালক সাথে ছুটছে গাঁয়ের সতী,
হাটের কাছে কালীবাড়ি দাঁড়িয়ে সেথা পতি।

চৈতালী

পাসনি টানা পাটের ক্ষেতে
চৈতী মাঠের গন্ধে মেতে
বইছে হাওয়া এলোমেলো
প্রখর তাপের দোলে,

মাছরাঙাটি পুকুর পাড়ে
চোখ দু'টো তার সজাগ ঘোরে
একটা চ্যালা মাছ ধরে সে
রাখলো ক্ষুধার কোলে ;

গাঁয়ের বধূ শূন্য মাঠে
লজ্জা রেখে পুকুর ঘাটে
পাখনা মেলে সাঁতার কাটে
মুক্তি ভরা বুকে,

পংক্তি ভোজে বটের ছায়ায়
ঝরা পাতা মর্মরি গায়
ঘামে ভেজা ক্লান্ত দুপুর
ঘুমায় পরম সুখে ।

সেই মেয়েটা

সেই গ্রামের শ্যামলা মেয়ে
নদীর ধারে চলতো গেয়ে
পাখির মতো স্বপ্ন মেলে
সকাল সন্ধ্যা বেলা ।

তুলতো সে ফুল গাঁথতো মালা
ভরিয়ে নিত পূজার থালা
বটের তলে বটের পাতায়
সারতো পূজার খেলা ।

সেই গ্রামে আমার স্বপন
সেই মেয়েটা করতো বপন
চোখের কোনে মুচকি হেসে
আবির খেলার বেলা ।

গ্রামের রাত

স্মৃতির বহর ভাসিয়ে দিয়ে যখন গ্রামে যাই,
শিশির ধোয়া রাতে বনের গন্ধ আমি পাই।
চাঁদনি রাতে গাছের তলায় হালকা ছায়ায় বসে,
দেখা কেমন পাতাগুলো পড়তো খসে খসে।
বনের ঝোপে জোনাকিদের আলোর হোলি খেলা,
অবাক হয়ে বসে দেখা আঁধার রাতের বেলা।
অমানিশার আকাশ ভরা লক্ষ তারার মেলা,
হাটের আলো পূব আকাশে ভাসিয়ে দিত ভেলা।
মাঠের পথে আঁধার রাতে আকাশ দিত আলো,
সাপের চলা বুঝতে পেতাম একটা রেখা কালো।
রাতের বাতাস শিস দিয়ে যায় অশ্বত্থ গাছের ফাঁকে
বন বিড়ালের চোখের আলো দেখা পথের বাঁকে।
ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা সুর আঁধার চিরে যায়,
ভাবি আবার রাখাল ছেলের বাঁশির সুরে গাই।
গভীর রাতে ভাটার গাঙে ভাটিয়ালি গান,
ভাবতে গিয়ে আজও আমার প্রাণ করে আনচান।

———

ওরা চাষি

ওরা, চাষাভূষো, ওরা খেটে যায়
ওদের, পড়া লেখা শেখা হয় না,
ওরা, সারাদিন মাঠে মাঠে কাটায়
ওরা, চাষ করে ফল পায় না।
ওরা, কতটুকু আর ভাগ পায়
তাই পান্তানুনে পেট ভরায়,
অভাব ওদের পরম বন্ধু
ওরা, জ্যান্ত কবর আস্তানায়।
ওরা, পিপাসা পেলে রোদ করে পান
ধান ক্ষেতে ওদের জুড়ায় প্রাণ,
আকাশ ওদের ছাতা মেলে দেয়
ক্লান্তিতে ওরা মাঠে সটান।
ওরা, দারুণ তেজী কিছু মানে না
রোদের দাপট তুড়ি মেরে দেয়,
ওরা, বর্ষার জল জাপটে ধরে'
সোনার ফসল ফলিয়ে নেয়।
ঘাম দিয়ে ওরা স্নান করে রোজ
সাদা ফোটা নুনে দেহ মেজে নেয়,
মৃত্যুকে ওরা থোড়াই ডরায়
গোয়ালের বাঁশে বেঁধে রেখে দেয়।
ওরা, ঝেঁকে ওঠে ওরা রুখে দাঁড়ায়
ভিক্ষার হাত কভু না বাড়ায়,
হিমের কামড়ে রক্ত ওদের
শীতল হ'তেও ভয় যে পায়।
ওরা, বিয়ে করে ওরা জন্ম দেয়
সন্তানের ওরা জনক হয়,
সুখে দুখে ওরা জীবন তরী
উজানে বেয়ে চালিয়ে যায়।

গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে উঠবে গিয়ে তাতে,
আস্তে চলা গরুর গাড়ি পেঁছবে সেই রাতে।
পাঁচটা বছর যায়নি সেথা দেখেনি তার মাকে,
স্মৃতিগুলো মুখর হয়ে দিচ্ছে ফুঁ যে শাঁখে।
নলেন গুড়ের কলসিগুলো ঝুলছে রামের বাঁকে,
সাধু যাচ্ছে ঢেড়া দিতে নাড়ছে কাঠি ঢাকে।
হাটের কাছে দরগা আছে করিমফকির নামে,
যাচ্ছে হিঁদু মুসলমান দিতে পুজো ধামে।
গোধূলির শেষ আবির রংয়ে উড়ছে রঙিন ধুলো,
গভীর রাতে ক্লান্ত দেহে ফিরবে মানুষগুলো।
ফুরিয়ে যাবে ব্যস্ততা সব থিতু হবে ধুলো,
নীরব রাতে শান্ত হবে কথার মিছিলগুলো।

হয়তো

হয়তো তখন ফুরিয়ে যাবো
হারিয়ে যাবো ফোটার মাঝে,
হয়তো তখন গল্প ক'বে
আমার সুবাস গন্ধরাজে।
হয়তো আমার মনের তাপে
রোদ পোহাবে শীতের রাত,
হয়তো আমার ডানায় বসে
বলবে সকাল সুপ্রভাত।
তাই ভাবি না আমার ভিতর
কোনটা আসল কোনটা ভুল,
তাই ভাবি না আজকে আমার
ফুটলো কী না মাথায় ফুল।
তাই তো আমি যে পথ চিনি
সেই পথে মন ভাসিয়ে দি',
চলতি পথে যা কিছু পাই
তাই দিয়ে মন ভরিয়ে নি'।

আমরা দু'জনে

আমরা দু'জনে হৃদয় মেলিয়া
আহ্লাদে লুটোপুটি,
বাতাস ধরিয়া চুমু দিই মোরা
দু'জনে মিলিয়া জুটি'।
আমরা জানি না কারো পরিচয়
দু'জনে কেমন জন,
আমরা জানি একজন নারী
অন্য পুরুষ মন।
আমি শক্তি তুমি সুন্দর
আমি মল্লিকা তুমি যৌবন,
আমি কায়াতনু তুমি ছায়ারেণু
আমি শব্দ তুমি অনুরণন।
আমি উদ্দাম আমি উত্তাল
তুমি, শান্ত শীতলা ধরণী,
আমি হালি মাঝি আমি উজানে বাহি
তুমি, মৃদু হাওয়া পালে তরণী।
আমি খেলাঘর আমি দু'হাতে গড়ি
তুমি, খেলা খেলা মোর ঘরণী,
আমি হালি চাষি আমি মাঠে খাটি
তুমি, দুহিতা দরদী জননী।
আমি বেদনা তুমি স্নেহ পরশ
আমি ক্লান্তি তুমি শয্যা,
আমি দিবাকর তুমি নিশিরাত
আমি দুর্মুখ তুমি লজ্জা।
আমারা দু'জনে একই আকাশে
উদয় অস্তাচল,
আমরা দু'জনে সুনীল সলিলে
ঢেউ ও শান্ত জল।
আমরা দু'জনে দু'টি চাঁদ মিলে
এক ফালি মধু হাসি,
আমরা দু'জনে একে একে মিলে
যোগফলে এক রাশি !